কায়েম মকাম ফুরফুরা মীরপুর দারুস সালাম হতে প্রকাশিত "নেদায়ে ইসলাম" পত্রিকার একটি ধোঁকাবাজীপূর্ণ ঘোষণা ঃ

১০ লক্ষ টাকা চ্যালেঞ্জ-

"নবী পাক (দঃ) আলিমুল গায়েব নন ও সদা সর্বদা হাযের নাযের নন"। (ফুরফুরা)

আহলে সুন্নাতের পক্ষ হতে উক্ত ১০ লক্ষ টাকার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ

"নবীপাক (দঃ) আল্লাহ প্রদত্ত এলমে গায়েব জানেন এবং তিনি হাযির নাযির"।

"নেদায়ে ইসলাম" ফুরফুরার ভ্রান্ত মউদূদী মার্কা মাসিক একটি পত্রিকা। অফিস মীরপুর দারুস সালাম। এদের আক্বিদা ওহাবী আক্বিদা। ফুরফুরার অন্য শাখাগুলো অবশ্য এখন পর্যন্ত ওহাবী মউদূদী খপ্পর থেকে খানিকটা মুক্ত।

নেদায়ে ইসলাম পত্রিকা ডিসেম্বর ২০০৩ সংখ্যায় প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায়- ধোকাবাজী পূর্ণ একটি ঘোষণা দিয়েছে- যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত ঘোষণায় তারা কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে- সরলমনা মুসলমানকে ধোকা দেয়ার চেষ্টা করেছে- যাতে মুসলমানরা মনে করবে- নবীপাক (দঃ) এর এলমে গায়েব মোটেই নেই এবং তিনি মোটেই হাযির নাযির নন। তারা তিনটি শব্দ যোগ করেছে ধোকা দেয়ার জন্য। যথা (১) আলিমুল গায়েব (২) সদা (৩) সর্বত্র। এই তিনটি শব্দ কেউ দাবী করেনা কাজেই এগুলোর শর্ত দেওয়া ধোঁকাবাজী ছাড়া আর কিছু নয়। ১৯৯৫ সালের এপ্রিলের বাহাছের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না করে তারা এই ধোঁকাবজীর আশ্রয় নিয়েছে।

তাদের ভাষায় বুঝা যায়- উপরোক্ত তিনটি শর্ত ছাড়া তারাও নবীজীর এলমে গায়েব স্বীকার করে এবং নবীজীকে হাযির নাযির মানে"। তাহলে নিত্য নূতন শর্ত জুড়ে দিয়ে উম্মতের মধ্যে ফেতনা সৃষ্টির কারণ কি? আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অতীতকালের সলফ ও খলফ, মোহাদ্দেসীন ও মোফাসেসরীনগণের লেখনীর মাধ্যমেই প্রমাণিত হয়েছে যে, আমাদের প্রিয়নবী (দঃ) খোদাপ্রদত্ত এলমে গায়েব জানেন এবং তিনি হাযির নাযির। স্বয়ং কোরআনে আল্লাহ পাক নবীজীকে হাযির নাযির (শাহিদ) বলে সম্বোধন করেছেন এবং নিজে নবীজীকে এলমে গায়েব শিক্ষা দিয়েছেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন- (দেখুন যথাক্রমে সূরা আহযাব ৪৫ আয়াত এবং সূরা নিসা ১১৩ আয়াত।